দৈনিক ইনকিলাব

23 MAR 2003

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

রাজধানীর শিক্ষাঙ্গনে এক জনপ্রিয় নাম

ঢাকা শহরের নাগরিক চাঞ্চল্য ও দুঃসহ পরিবেশের বিপরীতে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজে রয়েছে উদার প্রকৃতির অপরিসীম সৌন্দর্য ও স্নিগ্ধতার অনুপম নিদর্শন। শিক্ষাঙ্গনের প্রভাব যেহেতু মেধা ও শিক্ষার মানকে বাড়িয়ে তোলে সে হিসেবে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ একটি আদর্শ বিদ্যানিকেতনের গুরুত্ব বহন করে। জনাকীর্ণ ও যান্ত্রিক নগর সভ্যতার প্রতিকূল পরিবেশ প্রতি মুহূর্তে ক্ষতি করছে প্রকৃতিগতভাবে বেড়ে উঠার প্রবণতাকে। ফলে সুষ্ঠ, সুন্দর, নির্মল প্রকৃতির সান্নিধ্যে থেকে, প্রকৃতির উদারতা থেকে নিজের মেধা ও মন বিকাশের ক্ষেত্রে এ কলেজের রয়েছে আনুষঙ্গিক সার্বিক পরিবেশ। শারীরিক ও মানসিক বিকাশের ক্ষেত্রে যে মাধ্যমগুলো অত্যন্ত প্রয়োজন পর্যায়ক্রমিকভাবে তার সবগুলোর এক অপূর্ব সমন্বয় ঘটেছে এখানে। তাই প্রকৃতিকে সঙ্গে করে গুণগত মানে বিশ্ব পর্যায়ে উন্নীত হয়ে উঠতে এর ভূমিকা ও গুরুত্ব অনস্বীকার্য। পাশাপাশি কলেজের শিক্ষা পদ্ধতিও নিয়মানুবর্তিতা ও সর্বোচ্চ বিকাশের সহায়ক হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাই সুস্থ, সুন্দর সাবলীল, প্রাঞ্জল ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তৈরী করতে বদ্ধপরিকর এই প্রতিষ্ঠান।

গাছগাছালি ও পাখপাখালির সমাবেশ

এখানকার ক্ষুদে বাসিন্দাদের নানা ফুলের মিষ্টি গন্ধে ঘুম আসে আর পাখপাখালির কলকাকলিতে ঘুম ভাঙে। সৌন্দর্যপ্রিয় ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের মনের সজীবতায় প্রশাসনিক ভবন, শিক্ষা ভবন, হাউসগুলোতে রয়েছে সুসজ্জিত কারুকার্য ও সামনের প্রাঙ্গণ সুরভিত ফুলের বাগান। গোধুলির সময়ে শোনা যায় পাকপাখালির কিচিরমিচির। কাক ও শালিকের এক অভয়ারণ্যের মাঝে মাঝে টিয়া ও বকের আনাগোনা, এমন শিক্ষাঙ্গন রাজধানীতে দুষ্টি পাওয়া দায়।

সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

মানুষের একান্ত আপন অস্তিত্বের সুকুমার ও সংবেদনশীল অংশের অপর নাম সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ তার মহোত্তম ও সুন্দরতম মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ সাধনে প্রয়াসী হয়। আমাদের ছাত্রদের মাঝে সেই সংস্কৃতি চেতনা উজ্জীবিত করার মহান উদ্দেশ্য প্রতি বছর পালন করা হয়। কলেজ প্রাঙ্গণের বটমূলে একুশের অনুষ্ঠান, বর্ষবরণ অনুষ্ঠান, স্বাধীনতা ও বিজয় দিবসের অনুষ্ঠান। বছরে পালিত হয় সংস্কৃতি সপ্তাহ, চারুকারু প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতা। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হয় মঞ্চ প্রতিযোগিতা। তার বিষয়বস্তুর মধ্যে বক্তৃতা, বিতর্ক, আবৃত্তি, সঙ্গীত, অভিনয়, কৌতুক, গান, নৃত্যসহ আরো অনেক কিছু।

নিয়ম-শৃংখলা ও রাজনীতিমুক্ত

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ রাজনীতিমুক্ত সুশৃঙ্খল ও নিয়মানুগত একটি আদর্শ বিদ্যাপীঠ। কলেজ কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে এখানকার ছাত্ররা সহজেই সুশৃঙ্খল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। ছাত্রদের সার্বিক চালচলন, পোষাক-পরিচ্ছেদ, বাহ্যিক অবয়ব সর্বক্ষেত্রেই নিয়মানুবর্তিতা ও শৃঙ্খলার পরিচয় সুস্পষ্ট। অন্যদিকে গতানুগতিক দলীয় রাজনীতির সংশ্রব থেকে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ মুক্ত। বরং পড়াশুনার মাধ্যমে রাজনীতি সম্পৃক্ত চেতনায় নিজেকে শাণিত করে এখানকার শিক্ষার্থীরা। তাই সামগ্রিক বিবেচনায় এই বিদ্যালয়টিকে আদর্শ হিসেবেই গ্রহণ করা হয়।

এনায়েত আলী

শিক্ষক, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ

প্রিন্সিপালের কিছু কথা

ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ তরুণ শিক্ষার্থীদের মনন, জীবন জিজ্ঞাসা, আবেগ, আকৃতি, কল্পনা ও সৃষ্টিশীলতায় মুখর একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। প্রতিশ্রুতিশীল প্রতিভার বিকাশ এবং ছাত্রদের মূল্যবোধ ও পরিশীলিত শিল্প-সাহিত্যের জ্ঞানপীঠ হিসেবে এর খ্যাতি রয়েছে। চিন্তাশক্তি ও সমস্যা সমাধানের দক্ষতা বিকাশের সাথে সাথে নৈতিক শিক্ষা, খেলাধুলা, শিক্ষামূলক ভ্রমণ, জীবনবোধ, পরনির্ভরশীল না হওয়া, শিক্ষকের সান্নিধ্য লাভ, লাইব্রেরী ওয়ার্ক সর্বোপরি উচ্চমানের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসমূহ এ কলেজের পাঠদান প্রক্রিয়াকে উৎকর্ষমন্ডিত করে। আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ উপযোগী নানামুখী পাঠ্য অনুষঙ্গী আয়োজন থাকে। আর এই লক্ষ্যে কলেজ থেকে নিয়মিত ত্রৈমাসিক অঙ্গীকার 'কলেজ বার্ষিকী সৃজন' প্রকাশ করা হয়। তাছাড়া প্রতি সপ্তাহান্তে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মঞ্চ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষুদে শিক্ষার্থীদের মননশীলতা চর্চার সহায়তা করার জন্য দৈনিক ইনকিলাবকে ধন্যবাদ জানাই। এমনি প্রকাশনা শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার দিশারী হয়ে উঠুক।

কর্নেল মোহাম্মদ মোশাররফ হোসেন

প্রিন্সিপাল, ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল কলেজ